এক কথায়
ইঁদুর
অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
ওরিয়েন্ট
বুক কোম্পানি
১১৬৭

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ : ১৯৭৯
ছবি ও মলাট এঁকেছেন : সমর দে

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আনন্দ-উপহার

দাম : তিনটাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০ ৫৪ হইতে মুদ্রিত।

সারা দেশের নাতি নাতনীদের
কেমন লাগবে কে জানে!
আমার চার বছরের নাতি মিলিনকে বলা
ইঁদুর ইঁদুরনীর কথা ছাপান হল ওরই কথায়।

দাদু

শিশুবর্ষ
১৯৭৯

আ থেকে ং এবং া-কার থেকে ৌ-কার
জানলেই ছেলেরা এ বই পড়তে পারবে।

ফুটফুট করছে চাঁদের আলো, ফুরফুর করে হাওয়া বইছে—ভারী মিঠে রাত। ইঁদুর ইঁদুরনীকে বলল—চল্ ইঁদুরনী, একটু বেড়িয়ে আসি।

ইঁদুরনী বলল—বাঃ বাঃ বেশ তো। চল। আর, ছেলে-মেয়েদের খাবারও ফুরিয়ে গেছে। কিছু খাবার নিয়ে এলে হবে।

যেই না এই কথা শোনা ইঁদুরের ছেলে ডুকরে কেঁদে উঠল। ইঁদুরের মেয়েও ডুকরে কেঁদে উঠল।

ইঁদুর বলল—কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?

ওরা কথাই বলে না, কেবল কাঁদে। কেবল কাঁদে।

শেষকালে ইঁদুরনী এল, বলল—বল্ না কি হয়েছে। কোন ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না। বল্ কি হয়েছে।

ছেলে তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—আমিও যাব।

মেয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—আমিও যাব।

শুনে ইঁদুর তো চটে লাল।—তোরা যাবি কি রে? এখনও ভাল করে হাঁটতে শিখিস নি। কিছুতে ধরে নিলে তখন কি হবে?

ছেলে বলল—কেন, আমি তো বড় হয়েছি। হাঁটতে পারি।

মেয়ে বলল—কেন, আমিও তো বড় হয়েছি। হাঁটতে পারি। এই না বলে দুজনেই আবার কাঁদতে শুরু করে দিল।

তখন আর কি হবে। ইঁদুরনী বলল—আহা, চলুক না। একটু সাবধানে গেলেই হবে। আর এমন চাঁদের আলো, ভয়ই বা কিসের?

সকলে বেড়াতে বেরুলো।......

ওদিকে হয়েছে কি, পেঁচা আর পেঁচীও বেরিয়েছে খাবার খুঁজতে। ওরা রাতেই শিকার করে কি না। আর ওদের চোখের তেজও খুব।

হঠাৎ পেঁচা বলে উঠল—অ পেঁচী, ওই দেখ্।

এদিক ওদিক তাকিয়ে পেঁচী বলল—কী আবার? কোথায়?

পেঁচা বলে—ওই তো, ওই গাছের তলায়, দেখ্ না ভাল করে।

ইঁদুর ইঁদুরনী আর তাদের ছেলেমেয়ে তখন খুর খুর করে চলেছে একটা বটগাছের তলা দিয়ে।

আর যেই না দেখা, পেঁচা পেঁচী ইঁদুরের ছেলেমেয়েকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উধাও।

ইঁদুর চীৎকার করে বলে উঠল এ আবার কি? মগের মুলুক নাকি?

কি হবে সে চীৎকারে? পেঁচা পেঁচী তখন ইঁদুর ছানাদের ঠোঁটে নিয়ে বটগাছের মাথার ওপর দিয়ে কোথায় চলে গেছে।

ইঁদুরনী ডুকরে কেঁদে উঠল—ও মাগো, আমার কি হলো গো! আমার দুধের বাছাদের মুখপোড়া...

ইঁদুর বলল—কাঁদিস নি, ইঁদুরনী, কাঁদিস নি। আমি এর শোধ নেব।

ইঁদুরনী কাঁদতে কাঁদতে বলল—তুমি কি করে শোধ নেবে গো? ওরা যে—

ইঁদুর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—দেখ্না কি করি। বলেছি যখন, শোধ আমি এর নেবই। যদি না পারি, তুই আমাকে আর ইঁদুর বলে ডাকিস নি, মানুষ বলে ডাকিস। এখন চুপ করে থাক্ আর আমার পিছন পিছন আয়। দেখ্না একবার মজাটা।

ওরা দুজনে মিলে তখন চলল শিয়ালের কাছে। শিয়াল খুব চালাক কি না।

শিয়ালের বাসার কাছে এসে ইঁদুর ডাকাডাকি শুরু করল—শিয়াল মামা, অ শিয়াল মামা, বাড়ী আছ?

ভিতর থেকে শিয়ালের ছেলে বলল—বাবা বাড়ী নেই।

—কোথায় গেছে?

—জানি না।

ইঁদুর মিহি গলায় বলল—একবার বাইরে এসো না বাছা, বড় দরকার।

এবারে শিয়ালের মেয়ে বলল—বাবা বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমরা যাব না। তুমি চলে যাও।

ইঁদুর দেখল, এতো মহা বিপদ। কি করা যায় এখন?

এমন সময় দেখতে পেল দূরে শিয়াল আসছে। মুখে একটা মরা পাতিহাঁস।

কাছে এসে মুখ থেকে হাঁসটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে শিয়াল বলল—হুকা হুয়া, হুকা হুয়া। কা হুয়া? কা হুয়া? কি হয়েছে? তোরা এখানে কেন?

ইঁদুর বলল—মামা, মহা বিপদ হয়েছে। পেঁচাপেঁচী আমাদের ছেলেমেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

শুনে শিয়াল হা হা করে হাসল খানিকটা। তারপর বলল—তোদের ছেলেমেয়েকে? ছোঁ মেরে নিয়ে গেল? তা আমি কি করব, বল্।

ইঁদুর বলল—না, মামা। ও কথা বললে চলবে না। তোমার মতন চালাক আর কেউ নেই। এর একটা বিহিত তোমাকে করতেই হবে।

শিয়াল বলল—আমি বিহিত করব কি করে, রে? আমি কি আর গাছে চড়তে পারি? তার চেয়ে তোরা এক কাজ কর্। তোরা

বরং বাঁদরের কাছে যা। ও গাছেও চড়তে পারে, চালাকও খুব। ও ঠিক যা হোক একটা কিছু করবে। যাঃ।

এই না বলে পাতিহাঁসটাকে মুখে করে নিয়ে শিয়াল নিজের বাসায় ঢুকে গেল। পাতিহাঁস দেখে শিয়ালের ছেলেমেয়ে কলকল করে উঠল—বাঃ বাঃ। কী মজা! কী মজা! আজ কি মজা! বাবা পাতিহাঁস এনেছে। আমরা খাব। আমরা পাতিহাঁস খাব। আজ কী মজা!

শুনে ইঁদুর ইঁদুরনীর মন খারাপ হয়ে গেল। আহা! তাদের বাচ্চারাও খাবার দেখলে এমনি আমোদ করত।......

যাই হোক, ইঁদুর ইঁদুরনী চলল এবার বাঁদরের কাছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তারা শেষে থামল এসে এক বিরাট অশথ গাছের তলায়।

সারাদিন গাছে গাছে লাফ ঝাঁপ করে বাঁদর এসে তখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছের একটা ডালে বসেছে, আর একটা ডালে হেলান দিয়েছে। নাক ডাকছে ঘড়ড়্ ঘড় ঘড়ড়্ ঘড়। আর এই নাকডাকা শুনেই ইঁদুর ইঁদুরনী বুঝেছে যে বাঁদর এই গাছে আছে।

ইঁদুর অশথ গাছের তলায় এসে চেঁচামেচি শুরু করল—বাঁদরদাদা, অ বাঁদরদাদা, বাঁদরদাদা গো।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বাঁদর দারুণ রেগে গেল, চেঁচিয়ে বল্ল—উব্ উব্, হুম হুম, কোন তুম, কোন তুম?

ইঁদুর বলল—বাঁদরদাদা, আমি ইঁদুর গো।

বাঁদর বলল—অ ইঁদুর, তা এতো রাতে এখানে কেন?

ইঁদুর বলে—দাদা, মহা বিপদ হয়েছে, পেঁচাপেঁচী আমাদের ছেলেমেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

শুনে বাঁদর তো অবাক। বলে—বড়ই দুঃখের বিষয় তো,-বড়ই দুঃখের বিষয়। তোদের হল ছেলেমেয়ে, আর নিয়ে গেল কি না পেঁচাপেঁচী! ছিঃ, ছিঃ, এ কী কথা! এ মোটেই ঠিক নয়। এ তো মোটেই ঠিক নয়। আমি যে বনে থাকি সেই বনে এই অনাচার! ছিঃ ছিঃ!

সুযোগ পেয়ে ইঁদুর বলে উঠল—তাই তো বলছিলাম দাদা, এর একটা বিহিত করতে হবে।

বাঁদর বলল—ঠিকই তো। বিহিত করতে হবেই তো। হবেই তো। কি করা যায় বল্ দিকিন।

ইঁদুর বলল—দাদা, পেঁচাপেঁচীকে মারতে হবে তোমায়। শুনে বাঁদর জিভ কেটে বলে—আরে ছিঃ ছিঃ। রামো রামো। এমন কথা শোনাও পাপ। তোরা বললি কি করে? আমি হলাম রামের বাহন,

আমি করব জীবহিংসা! আরে ছিঃ! দেখিস না, আমি মাংসের ধারে কাছে যাই না, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করি। পেঁপে, পেয়ারা, আম, কাঁচা তেঁতুল, যা পাই তাই খেয়ে পেট ভরাই। আজকাল বেগুন, ফুলকপি, আলু এ সবও ধরেছি। তবু জীবহিংসা করি না। না বাপু, ও কাজটি আমি পারব না। তোরা আর কারো কাছে যা।

এই শুনে ইঁদুরনী ফিস ফিস করে ইঁদুরকে বললে—শুনলি তো?

ইঁদুর চাপা গলায় তাকে ধমক দিল—চুপ কর্, বকবক্ করিস নি। বিপদের সময় উতলা হলে চলে না। মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হয়।

এই না বলে, বাঁদরের দিকে মুখ তুলে বলল—কার কাছে যাব দাদা? তুমিই বলে দাও। শিয়াল মামার কাছে গেছলুম সে-ই কাজটা করে দিত। তবে সে তো আর গাছে চড়তে পারে না, তাই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিল। কার কাছে যাব এবার, তুমিই বল।

বাঁদর একটু ভেবে বলল—তোরা ভালুকের কাছে যা। ও-ই পারবে। ও গাছেও উঠতে পারে, জীবহিংসাও করে। এ কাজ তো তারই কাজ। যা, যা, দেরী করিস নি। ভালুক আবার শিকারে বেড়িয়ে পড়তে পারে।

এই বলে বাঁদর আবার ডালে হেলান দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল। নাক ডাকতে লাগল ঘড়ড়্ ঘঁড়, ঘড়ড়্ ঘড়।......

আর, ওরা গেল ভালুকের খোঁজে। বনের গলিঘুঁজি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে ওরা এসে পেঁছুল ভালুকের গুহার কাছে। এসেই ইঁদুর ডাকতে শুরু করে দিল—ভালুক খুড়ো, ভালুক খুড়ো, খুড়ো গো।

সাড়া নেই। তারপর যতদূর জোরে পারে চীৎকার করে বলল—বাড়ীতে কে আছ গা?

তবুও সাড়া নেই। গুহার ভিতর উঁকি মেরে দেখে গুহা এক-দম খালি—ভালুকও নেই, ছানাগুলোও নেই। দুজনে গুহার বাইরে বসে ভাবতে লাগল—কোথায় যেতে পারে ভালুক। এমন সময় হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল যে, গুহা থেকে একটু দূরে একটা মহুয়াগাছ। আর ঐ মহুয়াগাছের ডালে দাঁড়িয়ে ভালুক নাচছে। গাছ থেকে টুপ টুপ করে পাকা মহুয়া ঝরে পড়ছে আর ভালুকের ছানারা লাফালাফি করে মাটি থেকে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কুপ কুপ করে খেয়ে চলেছে।

ইঁদুর ছুটে সেইখানে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল—অ ভালুক-খুড়ো, ভালুক খুড়ো, নেমে এসো, কথা আছে।

ভালুক, নাচ থামিয়ে গাছের ওপর থেকেই কুৎ কুৎ করে নীচের দিকে তাকিয়ে বলল—কে রে তুই?

ইঁদুর বলল—আমি তোমার ভাইপো। ইঁদুর গো।

ভালুক বলল—কী বললি? আমার কানের লোমগুলো খুব বড় বড় হয়ে হয়ে গেছে তো, ভাল শুনতে পাই না। বেশ চেঁচিয়ে বল্।

তখন যত জোরে পারে চীৎকার করে ইঁদুর বলল—আমি ইঁদুর, ইঁদুর, ইঁদুর। তোমার ভাইপো।

ভালুক এবারে শুনতে পেল, বলল—অ, ইঁদুর। এই না বলে গাছের ছালে পায়ের নখ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ভালুক সড় সড় করে নেমে এল। আর তারপর গাছের গোড়ায় বাগিয়ে বসে ইঁদুরকে বলল—কি কথা, বল্ এইবার।

ইঁদুর গড়গড় করে বলতে লাগল—খুড়ো, মহা বিপদ হয়েছে। পেঁচাপেঁচী আমাদের ছেলেমেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। শিয়ালের কাছে গেছলাম, সে বলল 'আমি তো গাছে উঠতে পারি না, বাঁদরের কাছে যা' বাঁদরের কাছে গেছলাম, ও বলল, 'আমি তো

জীবহিংসা করি না, তোরা ভাল্লুকের কাছে যা।' খুড়ো তোমাকে তো এ কাজটি করতেই হবে।

—আরে, কাজটা কি বল্, তবে তো করব। কেবল তো বকবকই করছিস।

না—খুড়ো, তোমায় পেঁচাপেঁচীকে মেরে দিতে হবে।

শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল ভাল্লুক খানিকটা। তারপর বলল—হুঁঃ, পেঁচাপেঁচীকে মারা! এ আবার একটা কাজ নাকি? এর চেয়ে কত কঠিন কাজ আমি দুবেলা করছি। চ, চ, মেরে দিয়ে আসি। দেরী করে কাজ নেই, রাতও তো শেষ হয়ে এল।

এই বলে ছানাদের দিকে ফিরে বলল—তোরা একটু আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি খেল্। আমি এখুনি ফিরে আসছি। দেখিস্ যেন জোরে দাঁত বা নখ ফুটিয়ে দিস নি, কেটে কুটে গেলেই বিপদ। আমি এই যাব আর আসব।

তারপর ইঁদুর ইঁদুরনীকে বলল—পা চালিয়ে চল্, সকাল হয়ে এল।

দু পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল ভালুক—ও ইঁদুর, একটা অসুবিধে হল যে।

ইঁদুর বলল—অসুবিধেটা কি আবার খুড়ো? যাবে আর মেরে দিয়ে আসবে। অসুবিধেটা কোথায়?

ভালুক বলে—না, সে কথা বলছি না। তবে ধর্, গাছে উঠে আমি যেই পেঁচাপেঁচীকে ধরতে যাব, অমনি যদি তারা ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়, তখন? আমি তো আর উড়তে পারি না।

ইঁদুরেরও আগে এটা খেয়াল হয়নি। বলল—তবু খুড়ো, একবার দেখই না।

ভালুক রেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল—দেখব কি আবার? আমার ডানা আছে না কি? উড়তে গিয়ে গাছ থেকে ধড়াস্ করে মাটিতে পড়ে যদি হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায়, তখন তুই আমার চিকিৎসা করবি, না, আমার সংসার দেখবি? যা যা আমি পারব না, ভাগ্।

এই না শুনে ইঁদুরনী আবার ফোঁপাতে লাগল, বলল—দেখলি তো, কি রকম গাছে তুলে দিয়ে মইটি কেড়ে নিল?

ইঁদুর চাপা গলায় তাকে ধমক দিল—চুপ কর্। বাজে বকবক করিস নি। বলছি না, বিপদের সময় উতলা হতে নেই, উতলা হয়েছিস্ কি বিপদের ওপর বিপদ। দেখি না কি করতে পারি।

এই বলে সে ভালুকের দিকে ফিরে বলল—তা হলে কি করা যায়, বল তো খুড়ো।

ভালুক বলল—তোরা চিলের কাছে যা। তার নখে ঠোঁটে দারুণ ধার, ওড়েও দারুণ। ও-ই হোল ঠিক লোক।

এই না বলে ভালুক হন হন করে ফিরে গেল। আর তরতর করে গিয়ে মহুয়া গাছে উঠে নেচে নেচে মহুয়া ঝরাতে লাগল। মহুয়া পড়তে লাগল টুপ টুপ, আর ছানাগুলোও খেলা থামিয়ে খেতে লাগল কুপ কুপ।

ইঁদুরনীর এই সব দেখে ভীষণ দুঃখ হলো। বলল—আহা, আমার বাছারা থাকলেও ঠিক অমনি আমোদ করে খেত।

ইঁদুর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—দুঃখু পরে করবি। চ, এখন চিলের কাছে যেতে হবে, চল্।

বন যেখানে শেষ হয়ে এসেছে সেইখানে এক বিরাট তাল গাছ।

ওরা দুজন যখন সেখানে এসে পৌঁছুল, রাত শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে একটিও তারা নেই, পূব আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। চিল সেই সবে ঘুম থেকে উঠে, ঠোঁট দিয়ে ডানা সাফ করছে আর মাঝে মাঝে চিঁ হিঁ হিঁ করে ডেকে দেখছে গলাটা ঠিক আছে কি না।

ইঁদুর আর ইঁদুরনী তালগাছ তলায় এসে মুখ উঁচু করে যত জোরে পারে চীৎকার করে ডাকল—চিল দি, চিল দি, চিল দি। চিল সাড়া দিল—চিঁ-হি-হি, চিঁ-হি-হি, কী ই ই, কী ই ই?

ইঁদুর বলল—খুব দরকারী কথা আছে, দিদি। একটু নেমে এস, বলব। চিল শুনে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল—কী! আমি হলাম কি না পাখীদের রাণী চিল! আর আমি নীচে নামব! যা বলার আছে ওইখান থেকেই বল্। শুনতে পাব।

ইঁদুর বলল—দিদি, মহা বিপদ। পেঁচাপেঁচী আমাদের ছেলে-মেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

শুনে চিল বলল—ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে, তা কি হয়েছে? আমিও তো রোজ কত কচুরি, শিঙাড়া, বোঁদে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি। ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে কোন দোষ নেই।

এই কথা শুনেই ইঁদুরনী ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল। ইঁদুর ফিস্ ফিস্ করে বলল—দোহাই ইঁদুরনী, চুপ কর্। অমন করিস নি, সব মাটি হয়ে যাবে। দেখ্ না আমার কায়দাটা।

এই না বলে চিলের দিকে মুখ তুলে বলল—দিদি, তোমার কথাই আলাদা। তুমি হলে পাখীদের রাণী। তুমি তো ছোঁ মারবেই। তা বলে, পেঁচাপেঁচীও ছোঁ মারবে! আবার এটাও ভেবে দেখো, দিদি, শিঙাড়া, কচুরি, বোঁদে ওরা তো আর কারু ছেলেমেয়ে নয়—ওদের মা বাপও নেই। ওসবে ছোঁ মারলে দোষ নেই। তবে আমাদের ছেলে-মেয়েকে ওরা এমনভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। আমাদের দুঃখু হয় না?

এবারে চিল একটু খুশী হল। বলল, ঠিক বলেছিস, ঠিক বলে-ছিস। আমি যে রাণী, আমি ছোঁ মারলে দোষ নেই। তবে পেঁচা-পেঁচীর ছোঁ মারাটা ঠিক হয়নি। তারপর, আবার তোদের ছেলে-মেয়ে! বল্‌তো কি করা যায়?

ইঁদুর বলল—করার আর কি আছে, দিদি? পেঁচাপেঁচীকে মেরে দিতে হবে।

চিল বলল—ওঃ, এই কথা? তা যা না, পেঁচাপেঁচীকে ধরে নিয়ে আয়। আধ মিনিটে টুকরো টুকরো করে দেব।

শুনে তো ইঁদুর অবাক। রাগও হলো একটু। রাগের মাথায় বলে ফেলল—কী যে বল, দিদি! পেঁচাপেঁচী আমাদের কথা শুনবে কেন? আর ধরেই যদি আনতে পারতাম, তাহলে আমরাই তো ওদের মারতে পারতাম।

ইঁদুরের কথা শুনে চিল রেগে টং। বলল—কী বললি? আমার

কথার উপর কথা! মুখ সামলে কথা বলবি। আমি হলাম পাখী-দের রাণী, আর আমি ঐ নোংরা পাখীগুলোর বাসায়! দূর হ, দূর হ, বেরো বেরো।

ইঁদুর বুঝতে পারল বড় ভুল হয়ে গেছে। খোশামোদের সুরে বলল—না, না, তা কি আর বলতে পারি দিদি? তা বলব কেন? তুমি কেন যাবে ওদের বাসায়? বলছিলাম কি—ওরা যখন শিকার করতে বেরুবে, তখন যদি...

চিল তখনও রাগে গরগর করছে। বলল—পাগল, না, মাথাখারাপ! পেঁচাগুলো আবার পাখী নাকি! ওরা তো জানোয়ারের সামিল, সারাদিন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুবে আর রাতে বেরুবে শিকার ধরতে। আর, রাতে আমি একটু কম দেখি তা তো জানিসই। মারামারি করতে গিয়ে একটা হিতে বিপরীত ঘটুক আর কি! না, না ওসব

বাজে কাজ আমি পারব না। দূর হ তোরা এখান থেকে।

এই না বলে সাঁ করে চিল আকাশে উড়ে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে তো ছোঁ মারবার মত কোথাও কিছু চোখে পড়ে কি না।......

এ দিকে চিলের কথা শুনে ইঁদুরনী হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। —ওরে ইঁদুর, শুনলি তো। কেউ কিছু করবে না। ওমা, মাগো, আমার কি হবে গো! বাছারা আমার বেঘোরে মারা গেল। না, ইঁদুর, আমি আর ও বাড়ীতে যাব না। আমি এইখানেই থাকব। কিছু খাবও না। উপোস করে মরব। আমার আর বেঁচে কি লাভ! ওমা, মাগো!

ইঁদুর তাকে বোঝাতে লাগল, কাঁদিস নি, ইঁদুরনী, কাঁদিস নি। দুনিয়ার হালচালই এই রকম, কেউ কারো উপকার করে না। নিজেরটা নিজেই করে নিতে হয়। আমিই ভুল করেছিলাম এদের কাছে এসে। এবারে আমি নিজেই করব। দেখ না কি করি। বলেছি যখন, শোধ আমি এর নেবই, তবে আমার নাম ইঁদুর। নয়তো আমায় মানুষ বলে ডাকিস। আর বলেছিই তো, বিপদের সময় উতলা হতে নেই, মাথা ঠিক রাখতে হয়। নয়তো বিপদ বেড়েই যায়। কাঁদিস নি, চুপ করে আমার পিছন পিছন আয়, আর যা বলি তাই কর্। দেখ্না কি করি।

ইঁদুরনী চোখ মুছতে মুছতে বলল—বেশ চল।......

এইবার তারা সিধে চলল সেই পাকুড় গাছটার দিকে যেখানে পেঁচাপেঁচীর বাসা। তারা যখন এসে পোঁছল সেই পাকুড় গাছের কাছে, তখন সকাল হয়ে গেছে। পাছে কেউ দেখতে পেয়ে কিছু করে? সেই ভয়ে দুজনে টপাটপ লাফ দিয়ে পাকুড় গাছটায় উঠে পড়ল।

এখন হয়েছে কি, না সেই পাকুড় গাছটায় একটা বিরাট কোটর ছিল। ইঁদুর ইঁদুরনী একটুও দেরী না করে সেই কোটরে ঢুকে পড়ল। এইবার ইঁদুর মুখ খুলল, বলল—ইঁদুরনী, এইখানেই এবারে আমরা বাসা বাঁধব।

ইঁদুরনী বলে, কেন, কি হবে তা হলে?

ইঁদুর বলে, আরে এইখানেই তো কাজ। আর ওইটিই তো মজা।

ইঁদুরনী তো অবাক। বলে, এইখানে কাজ? সে আবার কি কাজ গো? আমার যে বড় ভয় করছে এখানে।

ইঁদুর বলে, ভয় আবার কি? কিছু ভয় নেই। আমি তো আছি। আর কাজ?......এই যে দেখাই।

এই না বলে সে নিজের দাঁত দিয়ে কুটুর কুটুর করে গাছের গুঁড়িটা কাটতে শুরু করে দিল। দু এক মিনিট কাটার পর কাটা থামিয়ে ইঁদুর ইঁদুরনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল—কাজ এই। পারবি না করতে?

ইঁদুরনী বলল—কেন পারব না? খুব পারব। এই দেখ্ না।

বলে সেও নিজের দাঁত দিয়ে কুরুর, কুরুর, কুটুস কুটুস করে পাকুড়গাছ কাটতে লেগে গেল।

এইভাবে দুজনেই পাকুড়গাছ কাটতে শুরু করে দিল। এ যখন ঘুমোয়, ও কাটে, আর ও যখন ঘুমোয়, এ কাটে। আর বেশীর ভাগ সময়ে দুজনেই কাটে। এইভাবে দিনরাত কাটার ফলে পাকুড়গাছটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেল।

ইঁদুর যখন দেখল যে গাছটার আর বিশেষ কিছুই বাকী নেই, শুধু ছালটুকু আছে, তখন সে ইঁদুরনীকে বলল, ও ইঁদুরনী, এইবারে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে, চ, পালাই।

ইঁদুরনী বলল, কি আবার ঘটবে গো?

ইঁদুর বলে, এখন আর কথা বলার সময় নেই, পালাতে হবে। লাফ মার্। লাফ মার্।

এই না বলে দুজনে গাছের কোটর থেকে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে পড়ে, দে ছুট, দে ছুট।

একটু দূরে যেতে না যেতেই হঠাৎ তারা একটা বিকট মড়-মড়-মড়-মড়াৎ আওয়াজ শুনতে পেল। সেই বিরাট পাকুড়গাছ তার ডালপালা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পেঁচাপেঁচীর বাসা গেল ছিটকে, আর ওরাও ছিটকে বেরিয়ে পড়ল বাসা থেকে।

আর যায় কোথা! চারিদিক থেকে কাক, শালিখ, ফিঙে, চড়াই সব ছেঁকে ধরল ওদের। পেঁচাপেঁচী আবার দিনের আলোয় ভাল দেখতে পায় না। ঝটপট করে একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। তা হলে কি হবে? অত পাখী! পালাবে কোথায় তাদের ফাঁকি দিয়ে? সব পাখীতে মিলে ঠুকরে ঠুকরে এক মিনিটেই ওদের দফা শেষ করে দিল।

ইঁদুর আর ইঁদুরনী দূর থেকে সব দেখল। সব যখন চুকে বুকে গেছে, ইঁদুরনী তখন একটু হেসে বলল, যাক্ বাবা, বাঁচা গেল।

ইঁদুর বলল, দেখলি তো, বলেছিলাম শোধ নেব; শোধ নিলাম, তবে ছাড়লাম। আমি বাবা এক কথার ইঁদুর—যা কথা তাই কাজ। আর, তাই তো বলি, ইঁদুরনী, সব সময়ে আমার কথা শুনবি, যা বলি তাই করবি, বিপদের সময় কখনও উতলা হবি না। আর একটা কথা, ছেলেমেয়েরা বায়না ধরলেই সব সময়ে তা করতে যাস

নি। যাক্ গে, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এবার থেকে সাবধান হস্ চ, এখন বাড়ী ফেরা যাক।

ইঁদুরনী বলল, বেশ, চল।

এক কথায়
ইঁদুর